জমিতে ১০ লিটার পানিতে ২৫ মিলিলিটার হিসেবে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মেঘমুক্ত দিনে একবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমন হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: গম গাছ সম্পূর্নরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে গম কেটে ফেলতে হবে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে গম কেটে দূপুরে মাড়াই করা উত্তম। মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে গম মাড়াই করা যায়। বীজ গমের ক্ষেত্রে শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ গম আলাদা করে মাড়াই করতে হবে এবং মাড়াইয়ের পর ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে আসে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ চালনি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

কেরোসিন/বিস্কুট টিন, মেটালিক ও প্লাস্টিক ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ, ইত্যাদি গম বীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ সংরক্ষণের পাত্র যেন ছিদ্রমুক্ত হয়। বীজ ভর্তির পর পাত্রের ভিতরে যেন কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে। (পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় পাত্রে) সংরক্ষণের পূর্বে শুকানো বীজ ১০-১২ ঘন্টা ছায়ায় ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

বারি গম ২৯ এর দানা

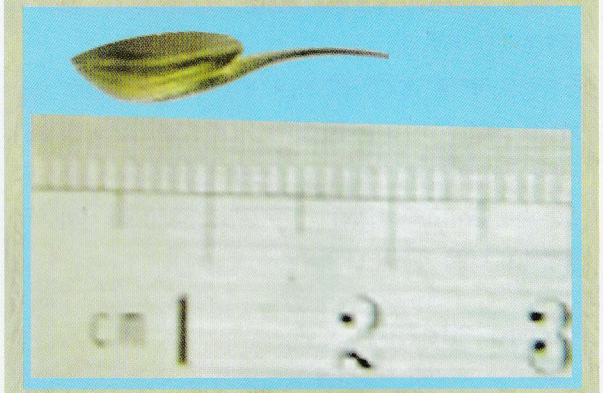

নিচের গুমের ঠোঁট (Beak)

রচনায় ঃ ড. মো. আব্দুল হাকিম
ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম সরকার
ড. মো. আশরাফুল আলম
ড. মোহাম্মদ রেজাউল কবীর
ড. মো. সিদ্দিকুন নবী মন্ডল
মো. মনোয়ার হোসেন

মুদ্রণ ঃ মে ২০১৮ইং
কপির সংখ্যা ঃ ৫,০০০ কপি
মুদ্রণে ঃ জনতা অফসেট প্রেস
গণেশতলা, দিনাজপুর। ০১৭১৮৪৩৪০৮৯

বারি গম ২৯

প্রকাশনায়
গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর
ফোন ঃ ০৫৩১-৬৩৩৪২, ৬৩৯৫৭-৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৫৩১-৫১০৫৯
ই-মেইল ঃ ncdbarma@gmail.com

গম গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর

বারি গম ২৯

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৯ একটি খাটো, স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশের সৌরভ জাতের সাথে সিমিটের অপর একটি জাতের সাথে শংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বিএডাব্লিউ ১১৫১ নামে জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি গম ২৯ নামে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য:

- গাছের উচ্চতা ৯০-৯৬ সেন্টিমিটার।
- গাছ প্রতি কুশির সংখ্যা ৩-৫টি
- শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে।
- শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি।
- দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম)।
- জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
- উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি।
- জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দেরীতে বপনে শতাব্দীর চেয়ে ১০-১৫% ফলন বেশি দেয়।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য: চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Erect) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। উপরের কান্ডের গিড়ায় মাঝারী সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে যা নিশান পাতার খোলে ও কান্ডে খুব ঘনভাবে থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Elevated), ঠোঁট মাঝারী (৫.১-১২.০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি

বপনের সময়:

উপযুক্ত বপন সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) তবে জাতটি তাপসহিষ্ণু হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়।

বীজের পরিমান:

গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন:

প্রোভেক্স -২০০ ডাপ্লিউ পি নামক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। এতে বীজবাহিত রোগ দমন হয় এবং ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

বপন পদ্ধতি:

সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সেমি বা ৮ ইঞ্চি দুরে দুরে সারিতে এবং ৪-৫ সেমি গভীরে বীজ বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ:

জমি চাষের শুরুতে হেক্টর প্রতি ৫.০-৭.৫ টন (শতাংশে ২০-২৫ কেজি) গোবর/কম্পোষ্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। একরপ্রতি ৬০-৭০ কেজি ইউরিয়া, ৫০-৫৫ কেজি টিএসপি (ফসফেট), ৪০-৪৫ কেজি পটাশ ও ৪৫-৫০ কেজি জিপসাম সার শেষ চাষের পূর্বে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারার তিন পাতা বয়সে প্রথম সেচের পর মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় প্রতি একরে ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

জমিতে বোরন সারের ঘাটতি দেখা যায় বলে প্রতি একরে ২.৫ কেজি হারে বরিক এসিড শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে অম্লীয় মাত্রা (pH) ৪.০- ৫.০ হলে একর প্রতি ৪০০ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ জমিতে প্রতি তিন বছরে একবার ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩ টি সেচের প্রয়োজন হয়। **প্রথম সেচ** চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), **দ্বিতীয় সেচ** শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়াতে হবে যাতে বীজ বা চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া ও কাকরি) দমনের জন্য ২,৪ ডি এমাইন বা এফিনিটি জাতীয় আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রতি ৫ শতাংশ